ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা   ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta)   ২ ফাল্গুন ১৪২৬, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অমর একুশে উপলক্ষ্যে সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় সুষ্ঠুভাবে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি এবং বিভিন্ন উপ-কমিটির এক যৌথ সভা গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন, অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির যুগ্ম-সমন্বয়কারী ও শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি মো. লুৎফর রহমান, যুগ্ম-সমন্বয়কারী ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সদস্য-সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সহ বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব উপস্থিত ছিলেন।

সভায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা চান। স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে এ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বায়োটেকনোলজি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গবেষকদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে-উপাচার্য

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি'র উদ্যোগে ৯ম আন্তর্জাতিক প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি সম্মেলন গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'টেকসই পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বায়োটেকনোলজি'।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি'র সভাপতি অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ভারতের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজির সাবেক গ্রুপ লিডার ড. নরেন্দ্র তুতেজা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি'র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য, শাক-সবজি ও ফুল উৎপাদনের লক্ষ্যে টিস্যু কালচার ল্যাব আধুনিকায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকার ইতোমধ্যেই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বায়োটেকনোলজির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য জীব প্রযুক্তিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বায়োটেকনোলজি বিষয়ে যৌথ গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইনস ও দক্ষিণ কোরিয়ার গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৫জন গবেষকের পিএইচ.ডি. অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ১৫জন গবেষক পিএইচ.ডি, ৩২জন এম.ফিল এবং ৪জন ডিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে রোখসানা পারভীন চৌধুরী, মো. রাকিবুল ইসলাম, শিরীন আখ্‌তার জাহান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো. জামাল উদ্দিন খান, আবরার আহমদ, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে শামীমা নাছরিন, সংগীত বিভাগের অধীনে এ.বি.এম. রেজাউল রিপন, মোস্তারী আহমেদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শামীমা আক্তার জাহান, ফলিত গণিত বিভাগের অধীনে মো. গোলাম মর্তুজা তালুকদার, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তাহমীনা হক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে মোসাম্মৎ সাজেদা আকন্দ, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মো. ময়নুল হক, দেওয়ান মো. মাহমুদুন্নবী এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধীনে নাজমা তারা।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- দর্শন বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, আরবী বিভাগের অধীনে হাছনাইন আহমেদ, হোসাইন মো. ইলিয়াস, মো. জুনায়েদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদির, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, জান্নাতুল ফেরদৌস, মুহাম্মাদ বিন সিদ্দীক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধীনে আছমা আক্তার, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে উম্মে হাবিবা, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোছা. সাদিয়া আফরোজ সাথী, ইফ্‌ফাত আরা দোলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ ফয়সাল আকবর, মোছাঃ তানিয়া সুলতানা, কামরুজ্জামান মিঞা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে সংশ্লিষ্টদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে "Climate Change and Small Ethnic Communities of South and Southeast Asia" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টের সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফারহানা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টের পরিচালক ড. নাসিরুদ্দৌলা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক হাসান এ শাফী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকে প্রায়ই বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে এশিয়ার রাজনৈতিক ও একাডেমিক নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

'ফিজিক্স ইন মেডিসিন' শীর্ষক ২-দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ফিজিক্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি কমিশনের যৌথ উদ্যোগে 'ফিজিক্স ইন মেডিসিন' শীর্ষক ২-দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়েফিস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সানোয়ার হোসেন, ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাক হোসেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ফিজিক্স এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক এম. আমিনুল ইসলাম এবং অধ্যাপক সালাহ্‌উদ্দিন আহমেদ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়েফিস ওসমান বলেন, চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের জন্য মেডিক্যাল ফিজিসিস্টদের নিয়মিত শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, স্বাস্থ্য খাতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেডিকেল ফিজিসিস্টদের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য মেডিক্যাল ফিজিসিস্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট, শিক্ষক এবং গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিন ব্যাপী জাতীয় কবিতা উৎসব সমাপ্ত

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চত্বরে শেষ হয় 'জাতীয় কবিতা উৎসব ২০২০'। ঢাবি'র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ-এর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ দেশ-বিদেশের অনেক বরেণ্য কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে তিনজন ভাষাসংগ্রামী প্রবীণ কবিকে 'জাতীয় কবিতা পরিষদ সম্মাননা' প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- কবি আহমদ রফিক, গীতি-কবি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ও কবি বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর।

দু'দিন ব্যাপী উৎসবে বিভিন্ন আয়োজনের (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. মাসুম উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে।

১৫জন গবেষকের পিএইচ.ডি. অর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধীনে মো. আবুল হাসেম, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে শর্মিলা সাঈদ মৌরী, মারুফ আহমেদ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে প্রতিকা সরকার, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে খুরশীদা আজাদ সিদ্দিকা, মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে সৈয়দা শারমিন দোজা, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে কানিজ ফাতেমা, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধীনে উম্মে কাউসার, খাদিজা বিনতে হাবিব, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে মো. মাসুদুর রহমান, তাহেরা দিল আফরোজ, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে আবদুল ওয়াদুদ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে এ. কে. এম. মহিব্বুল ইসলাম, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে মাহ্মুদা আলম, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধীনে ইসরাত ফাতেমা এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধীনে সাবরিনা জামান।

ডি.বি.এ ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, আহমেদ ইফতেখার, মো. জাহিদ হোসেন এবং মো. আবু জাফর সাদেক।

মুহাম্মদ সেলিমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সেলিম গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সেলিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এক শোক বার্তায় উপাচার্য বলেন, মুহাম্মদ সেলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দক্ষ, সৎ ও আদর্শবান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০০২ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ফজিলাতুন নেসা বাপ্পির মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

সাবেক সংসদ সদস্য ও সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ফজিলাতুন নেসা বাপ্পির মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বার্তায় উপাচার্য বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ও আইনজীবী হিসেবে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। সংসদে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি গত ২ জানুয়ারি ২০১৯ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জহুরুল হক হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শাহীন আলম চ্যাম্পিয়ন এবং এ এম গানিউম মাহবুব ও মো. আলমগীর হোসেন যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন । অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, ঢাবি অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি ও শিক্ষক সমতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় একাত্তর হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মো. বকুল ইসলাম, মো. রিয়াদ হোসেন ও ফারুক আহমেদ সরকার যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন এবং মো. জামিনুল হক রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন এবং এজন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড হচ্ছে লেখাপড়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই উদার ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ব্যপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। উভয় অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, ঢাবি অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মো. ফারুক হোসেন চ্যাম্পিয়ন এবং মো. হুমায়ুন কবির রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে পর্যাপ্ত খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা। লেখাপড়ার পাশাপাশি এসব সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে উদারনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। উভয় অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ, ঢাবি অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফজলুল হক মুসলিম হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফয়সাল আহমেদ ও ওমর ফারুক যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন এবং আবদুর রহমান ও সিয়াম হুসাইন যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। উভয় অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. মাসুম, ঢাবি অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাহিদ হাসান চ্যাম্পিয়ন এবং মো. রাকিবুল হাসান ও মো. মাহমুদুর রহমান যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উভয় অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমান, ঢাবি অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রোকেয়া হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মনিরা চৌধুরী মিলা ও কমলা মারমা যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন এবং সোহানা আক্তার রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উভয় অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাবি অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

জার্মান প্রতিনিধিদল

দিল্লীস্থ জার্মান একাডেমি এক্সচেঞ্জ সার্ভিস (ডিএএডি)-এর আঞ্চলিক পরিচালক ড. কাতজা লাচ-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক উতি ভথকুছল, অনুরূপা দিক্ষিত, রুমানা কবির এবং তামারা কবির।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কামরুল হাসান, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম এবং ড. আনোয়ার জাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মান একাডেমি এক্সচেঞ্জ সার্ভিস-এর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জার্মান স্কলারশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত সফরে জার্মানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মান একাডেমি এক্সচেঞ্জ সার্ভিস-এর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য জার্মান অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ব্রিটিশ হাই কমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার মি. রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় হাই কমিশনের ট্রেড ও ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের প্রধান মি. দিরিক গ্রিফিথস্ এবং ঢাবি জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অবহিত করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্তরাজ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে সমঝোতা স্মারক রয়েছে। এসব সমঝোতা স্মারকের আওতায় নিয়মিত শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় হচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা দেশের সকল ঐতিহাসিক আন্দোলনে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনারের এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে এবং এদের মধ্যে একজন যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীও রয়েছে। উপাচার্য ও হাই কমিশনার উভয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক যৌথ কর্মসূচি আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদল

মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা-এর অধ্যাপক ড. আবু বকর সোলাইমান এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা-এর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরীর ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। এসব কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে দু'বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা মতবিনিময় করেন।

যুক্তরাজ্য ও সুইডেনের ৪ জন অধ্যাপক

যুক্তরাজ্য ও সুইডেনের ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন, সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. পিটার সানদিন, লান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. চার্লোতা টার্নার, ড. মার্গারেটা সানডল এবং যুক্তরাজ্যের এবারডিন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মার্সেল জাসপার্স। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার, অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্য ও সুইডেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

এরআগে, যুক্তরাজ্য ও সুইডেনের অধ্যাপকগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনে “Food, Health and Environment” শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা দেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার মি. রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

দিল্লীস্থ জার্মান একাডেমি এক্সচেঞ্জ সার্ভিস (ডিএএডি)-এর আঞ্চলিক পরিচালক ড. কাতজা লাচ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা-এর অধ্যাপক ড. আবু বকর সোলাইমান এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

অধ্যাপক ড. পিটার সানদিন-এর নেতৃত্বে যুক্তরাজ্য ও সুইডেনের ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাবি এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর মধ্যে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রব্বানী, বিএফআরআই'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. এনামুল হক, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ড. শংকর চন্দ্র মন্ডল এবং বিএফআরআই'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের ফলে মৎস্য বিষয়ক গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ বিএফআরআই'র গবেষণাগার সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

(CARS)-এর সেমিনার সিরিজ-২০২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (CARS)-এর উদ্যোগে কনফারেন্স কক্ষে ধারাবাহিকভাবে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার সিরিজ-২০২০ এর আওতায় গত ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সেমিনারের বক্তা ছিলেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবু বিন হাসান সুসান এবং ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সেমিনারের বক্তা ছিলেন জাপানের অধ্যাপক ড. শিরো ইয়ামাসজি। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রার (ইনচার্জ) মো: ওবায়দুর রহমান, ৪ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো: শাহনুর হোসেন, ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা CARS-এর প্রিন্সিপাল সাইন্টিস্ট ড. রুমানা আকতার জাহান, ১ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক, ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউটের ডা: শাহ মাহফুজার রহমান, ৩ জুন অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা CARS-এর সিনিয়র সাইন্টিস্ট ড. মো: আরাফাত আল মামুন এবং ১৭ জুন অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বক্তা CARS-এর চীফ সাইন্টিস্ট ড. গাজী নুরুন নাহার সুলতানা।

৪ শিক্ষার্থীর ডাইরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ড লাভ

স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে বি.এস.এস (সম্মান) ও এম.এস.এস পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের ৪জন শিক্ষার্থীকে ডাইরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৯ জানুয়ারি ২০২০ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, বিভাগীয় অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ ও ড. শারমিন মবিন ভূঁইয়াসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে আমরা কিভাবে খাপ খাইয়ে নিব তা ভাবার সময় এসে গেছে। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ব মানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হবে যারা এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখবে এবং কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে।

উল্লেখ্য, ডাইরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মুহাম্মদ ইহসান-উল-কবির (এম.এস.এস-২০১৭), ফারিহা কাদির ও মো. মাহফুজুর রহমান (এম.এস.এস-২০১৭) এবং আশরাফুল কিবরিয়া (বি.এস.এস-২০১৮)।

জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব এ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস উর্জবুর্গ-সোয়াইনফুর্ট এর এ্যাপ্লাইড সোশাল সায়েন্সেস অনুষদের অধ্যাপক ড. ভাটসালা আইথাল গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

দু'দিন ব্যাপী জাতীয় কবিতা উৎসব সমাপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর) মধ্যে ছিল মুক্ত আলোচনা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তিপর্ব, সেমিনার, ছড়াপাঠ, কবিতার গান ইত্যাদি। এতে সুইডেন, স্পেন, উজবেকিস্তান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, নেপাল, ভারতসহ দেশ-বিদেশের কবিরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য গত ২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় কবিতা উৎসব'-এর উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী কামরুল হাসানের সমাধি এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, একুশের গান এবং উৎসব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সভাপতির বক্তব্যের শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এই মহান নেতার দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে প্রধান পাথেয় ছিল গভীর দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর আন্তরিক সাহিত্য প্রীতি; বিশেষ করে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি, কবিতা ও সংগীতের প্রতি ছিলো তাঁর অসামান্য অনুরাগ। আর, এই সবই বঙ্গবন্ধুর উদার রাজনৈতিক মানস গঠনে সহায়ক হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সকল সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর লক্ষ লক্ষ জনতার মহাসমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'–যা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সর্বোপরি, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে বাঙালির মুক্তিদাতা ও জাতির পিতায় ভূষিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি।

উল্লেখ্য যে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শৃঙ্খল মুক্তির ডাক দিয়ে কবিতা উৎসবের শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। কালের পরিক্রমায় সে উৎসব আজ আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে।

ঢাবি এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মধ্যে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সানোয়ার হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য তিনি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাবি রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য ড. মো. আবদুস সালাম ও পরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ঢাবি জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম, ঢাবি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুর হোসাইন খান এবং সাবেক চেয়ারম্যান ড. মো. শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ বছর মেয়াদী এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন একযোগে কাজ করবে। এছাড়া, উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক এবং প্রকাশনা বিনিময় করা হবে। এই দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করবে। এছাড়া, তারা যৌথভাবে সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সফলতা অর্জনের চেয়ে মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়া বেশি জরুরী। গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মেধার সঙ্গে দেশপ্রেম, সত্যবাদিতা এবং সততার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে জাতির সেবায় তাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের নবীনবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ বিএসএস (সম্মান) শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান মো. সাইফুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভাগের শিক্ষক, ছাত্র-উপদেষ্টাগণ এবং বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ নবীন শিক্ষার্থীদের বিভাগে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই এই উপমহাদেশে জ্ঞানের জগৎ সমৃদ্ধ। চিন্তা ও জ্ঞানের জগৎ প্রসারিত করে শিক্ষার্থীদের উদার ও মানবিক হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিভাগের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পিস এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিভাগের নিকট চব্বিশ হাজার টাকার একটি চেক হস্তান্তর করা হয়।

শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৯ জানুয়ারি ২০২০ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে কলা অনুষদ এবং আইন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এসব ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃহল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ (ছাত্র) এবং আন্তঃহল (ছাত্রী) ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০২০ গত ১৩ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. হাসিবুর রশীদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহজাহান আলীসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং ইতিহাস বিভাগের মধ্যে আন্তঃবিভাগ উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। কবি সুফিয়া কামাল হল এবং শামসুন নাহার হলের মধ্যে আন্তঃহল উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান লেখাপড়ার পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, এ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৮২টি দল ও ৫টি ছাত্রী হল অংশগ্রহণ করে।

আন্তঃহল ব্যাডমিন্টন ও টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের একক বিভাগে জগন্নাথ হল ও দ্বৈতে স্যার এ এফ রহমান হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এককে ফজলুল হক মুসলিম হল এবং দ্বৈতে জগন্নাথ হল রানার্স-আপ হয়েছে। ছাত্রীদের একক ও দ্বৈত উভয় বিভাগে শামসুন্নাহার হল চ্যাম্পিয়ন এবং একক বিভাগে রোকেয়া হল এবং দ্বৈত বিভাগে কবি সুফিয়া কামাল হল রানার্স-আপ হয়েছে।

আন্তঃহল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের একক বিভাগে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং দ্বৈতে বিজয় একাত্তর হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এককে কবি জসিম উদ্‌দীন হল এবং দ্বৈতে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল রানার্স আপ হয়েছে। ছাত্রীদের একক বিভাগে কবি সুফিয়া কামাল হল ও দ্বৈতে রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এককে শামসুন নাহার হল ও দ্বৈতে কবি সুফিয়া কামাল হল রানার্স আপ হয়েছে।

প্রতিযোগিতা শেষে গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহজাহান আলীসহ বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তাগন ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫